

মত মন্ধাতে মংলাপ

জীবন চলার পথে সহনশীলতা

॥ সংলাপ প্রতিবেদক ॥

গত ২৫ জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যায় মিরপুরস্থ জ্যোতি ভবনে সাপ্তাহিক বর্তমান সংলাপ আয়োজিত 'জীবন চলার পথে সহনশীলতা' বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক হয়েছে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গোলাম মাহমুদ মামুন এবং সঞ্চালনায় ছিলেন শেখ উল্লাস। এই বিষয়ে অংশগ্রহণকারী সমাজ গবেষক ও চিন্তাবিদগণ অভিজ্ঞতার আলোকে যে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন তারই সংক্ষিপ্ত সার তুলে ধরা হলো :

শিবরঞ্জন দত্ত

সত্য ও সুন্দরের প্রতি আপোসহীন অবিচল থাকা হলো মানবীয় গুণাবলীর অন্যতম সৃজনশীল গুণ। এখানে অবিচল থাকা মানে হলো সত্যজ্ঞানে সঠিক সিদ্ধান্তের উপর ধৈর্যধারণ অর্থাৎ সহনশীলতা থাকা। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সহনশীলতা পারদের ব্যারোমিটারের মতো উঠানামা করতে পারে। সহনশীলতা ব্যক্তির শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। আরও নির্ভরশীল ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, পারিবারিক অবস্থা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক, আত্মবিশ্বাস, মূল্যবোধ, বাস্তবতার উপলব্ধি, আত্মার উৎকর্ষতা, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভবিষ্যত পরিকল্পনা, সফলতা বা বিফলতা, জীবন-দর্শন, জ্ঞান ইত্যাদি।

মানুষের জীবনে চরম ও পরম পাওয়া হলো শান্তি। এর জন্য প্রয়োজন সুশীল সমাজ। মানবতা ও কল্যাণে পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা। এর জন্য প্রত্যেককেই স্বীয় স্বার্থ থেকে কিছু ছাড় দিতে হয়। এই ছাড়ের ফলে সহনশীল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এখানে সহনশীলতা মানে ছাড় ও সমঝোতা।

ভদ্র ভাষায়, নম্র সুরে অথচ বিশ্বাসে পূর্ণ অন্যায়ে প্রতিনিহিত, অধিকারের সত্যনিষ্ঠ ঘোষণাও সহনশীলতা। এখানে সহনশীলতা হলো বিনিয়োগ। কেননা এই প্রতিবাদ ও ঘোষণা বহুগুণে বেড়ে সমাজেই ফিরে আসবে।

স্বজ্ঞানে উপবাস বা রোজা রাখার যে সহনশীলতা তা সৃজনশীল। কিন্তু খাদ্য না পেয়ে ক্ষুধার্তের বধিত অবস্থার যে সহনশীলতা নিষ্ক্রিয় সহনশীলতা। খাদ্য পাওয়ার অধিকার মানুষের জন্মগত। এটি তাকে ঘোষণা করতে হবে আমাকে কর্ম দাও আমি ক্ষুধার্ত। নিষ্ক্রিয় সহনশীলতা মৃত্যুসম। কাজেই দৃষ্টিভঙ্গী বলে দেবে এটি কোন প্রকারের।

রেগে গেলে তো হেরে গেলেন। তাই শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে সহনশীল হলে চলবে না। মনে-প্রাণে সহনশীল হতে হবে। শান্তির ভূমিতে প্রবেশদ্বার হলো সৃজনশীল সত্যনিষ্ঠ সহনশীলতা।

শাহ মোঃ আব্দুল বাতেন

৪২ দিনব্যাপী যে অনুষ্ঠান চলছে তার মধ্যে সহনশীল হওয়ার বিরাট সুযোগ রয়েছে। নিজের লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছার জন্য সহনশীলতা দরকার। উপবাস করার মধ্য দিয়ে সহনশীলতা শিক্ষা হয়। প্রচলিত রোজার মাসে আমরা বেশি বেশি খাই, ফলে সেখানে সহনশীল হওয়ার সুযোগ খুব কম। ২৪ ঘণ্টা না খেয়ে থাকা এবং ৮ ঘণ্টা না খেয়ে থাকার মধ্যে যে পার্থক্য তা শুধু একজন সহনশীল ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন।

সাধকরা নিজের মধ্যে সহনশীলতা শক্তি অর্জন করে অন্যদেরকে সহনশীল হওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। নিজে না খেয়ে অন্যকে খেতে দিয়ে শান্তি পেয়ে থাকেন।

জ্ঞান, প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝতে হবে কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদেরকে সহনশীল হতে হবে। ফলশ্রুতিতে সমাজে শান্তি আসবে।

আফরোজা রত্না

বাবা বলতেন, ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ। মা বলতেন, সবুরে মেওয়া ফলে।

সুজন, কুজন আর আপনজন - এই নিয়ে হয় জীবনযাপন। জীবন চলার পথে আমাদের বাস্তবতার মধ্যে নিজেকে ধরে রাখা, সহ্য করে চলা - এরই নাম সহনশীলতা। নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নিজেকে নিয়ন্ত্রণ, ধৈর্যধারণ করাই সহনশীলতা। সহনশীল হওয়ার চেষ্টা করার উপদেশ পালন করতে গিয়ে শান্তি তে থাকা যায়, অন্তত আমার জীবনে তাই হয়েছে।

মানুষের জন্য কাজ করার বোধ থেকে অর্থাৎ মানবতাবোধ থেকে সহনশীল হওয়ার চেষ্টা করছি। দরবারে এসে জানতে পেরেছে আমার আদর্শ সঠিক ছিলো, যদিও এ আদর্শের জন্য লাঞ্ছিত হয়েছি।

এস এম জি আমজাদ হোসেন

ধৈর্য সহকারে কাজ করলে, ঝগড়াঝাটি না করলে, খারাপ আচরণ না করে পরিস্থিতি মোকাবেলা করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। কর্মক্ষেত্র ও পারিবারিক জীবনে শান্তি আসে।

সাগর সগীর

অসহনশীলতা আমাকে কিভাবে ভোগাচ্ছে সেটা বর্ণনা করতে চাই। সহাবস্থানের জন্য সহনশীলতা অপরিহার্য। বিরুদ্ধ কোনো কিছু শুনলেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করো না। অসহনশীলতা সহ্য করার চেষ্টা করতে গিয়ে আমার জীবনের অশান্তি ৬০ শতাংশ কমে গিয়েছে। প্রত্যাশা করতে গিয়েই অসহনশীল হয়েছি। প্রত্যাশা শূন্য হতে পারলে সহনশীল হওয়া যায়। নির্ভর করতে গিয়ে মুখাপেক্ষী হয়েছি, পরিণতিতে অসহিষ্ণু হয়েছি। অশান্তি পেয়েছি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করা, ঘটনা তলিয়ে না দেখার কারণে।

অন্যের দোষ খোঁজা হলে অসহনশীলতা আসে। নিজে যখন পরিপূর্ণ হওয়া যাবে তখনই অন্যের দোষ খোঁজা যায়। নিজের ব্যর্থতার দায়ভার অন্যের উপর চাপানো হলে সমস্যা সৃষ্টি হয়। অতীতের তিক্ততা, অপমান স্মরণ রাখলে অশান্তি আসে।

শাহ মোঃ লিয়াকত আলী

একটা বিশেষ কাজ করার ক্ষমতা সহনশীলতা। এই ক্ষমতা একটি শক্তি থেকে আসছে যা ওই ব্যক্তির স্বভাব থেকে আসছে। সহন মানে সহ্য, শীল মানে স্বভাব। সহ্য করার যে স্বভাব তাই ওই ব্যক্তির সহনশীলতা। সহ্য করার ক্ষমতাই সহনশীলতা।

অনুশীলনের মাধ্যমে এই স্বভাব তৈরি হয়। কর্ম করার জন্য যে ক্ষমতা তা ত্রুটিগত অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। সহনশীলতা গুণটিও এভাবেই অর্জিত হয়।

শাহজাহান সাজু

নিজের প্রতি নিজে কতটুকু সহনশীল, নিজের কর্মের প্রতি আমি কতটুকু সহনশীল, তা উপলব্ধি করতে পারলেই নিজেকে উত্তরণ করা সম্ভব, নিজের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এই গুণটি নিজে অর্জন করতে পারলে অন্যের প্রতি সহনশীল হওয়া যাবে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ খুলে যেতে পারে। কান কথা শোনা হলে সমাজে অশান্তি আসে।

শাহ মোঃ শাহ আলম খান

স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সহনশীলতা ভিন্ন মাত্রা ধারণ করে। সহনশীলতা মানুষকে উন্নতির চরম শিখরে উপনীত করে। জীবনকে মহৎ করে তোলার জন্য সহনশীলতা একান্ত দরকার। আপাদমস্তক সহনশীল হতে পারলে মহামানবের পর্যায়ে উপনীত হওয়া যায়। সহনশীল হতে পারলে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। চঞ্চলতা পরিহার করতে পারলে সহনশীল হওয়া যায়। সহনশীল আমি কতটুকু হতে পেরেছি তা আমার মালিকই বলতে পারবেন এবং আমার কর্মের মাধ্যমেই তা ফুটে উঠবে।

আল্লামা মোহাম্মদ সাদেক নুরী

যে সহ্যে সে রহে। সহনশীল হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। ক্ষুধায় থাকা, অনধিকার চর্চা করলাম না - এটা আমার সংযম, সহনশীলতা নয়। আমি অনেক দিন থেকে একটা বিষয় লেখার চেষ্টা করে যাচ্ছি - ধর্ম অনুশাসন নয়।

সহনশীলতা সংক্ষিপ্ত অর্থে প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করার একটি গুণ। সহনশীলতার প্রয়োগ ক্ষেত্র আমার বাইরে। সে ক্ষেত্রে আমার শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ক্ষতির পর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি প্রতিকার করার ব্যবস্থা না করি, তা হচ্ছে সহনশীলতা।

সহনশীলতা একটি চারিত্রিক গুণ যা ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতির জন্য অপরিহার্য। এই গুণটি যার যত বেশি তিনি তত মহান। সাধক বা মহামানবগণ ধৈর্যশীল। □